দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... OCT 21 2006 ...
পৃষ্ঠা · ১২ কলাম ৪... | ৪০

রাবির দুই উপাচার্যের দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশ করল প্রগতিশীল শিক্ষকসমাজ

স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণ ও বিধিবহির্ভূত নিয়োগের চাঞ্চল্যকর তথ্য

স্টাফ রিপোর্টার, রাজশাহী ॥ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজ শুক্রবার চারদলীয় জোট সরকারের পাঁচ বছরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিধিবহির্ভূত প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা, অনিয়ম-দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও অন্ধ দলীয়করণের ওপর শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছে। শ্বেতপত্রে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শিক্ষক-কর্মকর্তাদের নানাভাবে হয়রানি এবং বিএনপি-জামায়াতের শিক্ষক-কর্মকর্তাদের নিয়ম বহির্ভূতভাবে পদোন্নতির (উদাহরণ- ড. তাহের হত্যা মামলার প্রধান আসামী মিয়া মোঃ মহিউদ্দিন) সুপারিশ, ৫ বছরে একবারও সিনেট অধিবেশন না ডাকার নানা চাঞ্চল্যকর তথ্যও তুলে ধরা হয়।

বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবেরী ভবনস্থ লাউঞ্জে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে শ্বেতপত্র উপস্থাপন করেন প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের আহ্বায়ক প্রফেসর আবদুস সোবহান। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন প্রফেসর মু. মিজান উদ্দিন, মোখলেসুর রহমান, এম এন্তাজুল হক, জালাল উদ্দিন, সোহরাব আলী, খায়রুল আলম খান, মাহবুবর রহমান, মোজাফ্ফর হোসেন, জেহাদুল করিম, আব্দুল হালিম, ফায়েক-উজ-জামান, আনন্দ কুমার সাহা, মলয় ভৌমিক, এস এম আবু বকর, শেখ মোহাম্মদ নূরুল্লাহ, মু. নুরুল্লাহ, নজরুল ইসলাম, আবদুল জলিল মিয়া, মহেন্দ্রনাথ অধিকারী, সরকার আলী আক্কাস, মুসলেহ উদ্দিন, সাইফুল ইসলাম, সুজিত সরকার, আব্দুর রহমান ও শাহ আজম শান্তনু প্রমুখ।

জোট সরকারের শাসনামল ২০০১-২০০৬ পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই উপাচার্যের নেতৃত্বে পরিচালিত কর্মকাণ্ডকে মুহম্মদ জাফর ইকবালের 'মহব্বত আলীর একদিন'র হুবহু প্রতিচ্ছবি উল্লেখ করে শ্বেতপত্রে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে মারাত্মক আর্থিক সঙ্কটের প্রেক্ষাপটে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (বিমক) বারংবার কর্তৃপক্ষকে নিয়োগের ক্ষেত্রে সংযত থাকার নির্দেশ দেয়। কিন্তু এসব উপেক্ষা করে সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ফাইসুল ইসলাম ফারুকী ও সাবেক উপ-উপাচার্য অধ্যাপক শাহাদত হোসেন মণ্ডল টাকার বিনিময়ে রাতের আঁধারে ৫৪৬ কর্মচারীকে গণনিয়োগ প্রদান করেন। রাবি শিক্ষক সমিতি এ নিয়োগের প্রতিবাদে সর্বাত্মক ধর্মঘট পালন করা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ দলীয় বিবেচনায় এসব নিয়োগ বহাল রাখা হয়। চাকরি প্রদানের নামে বিভিন্নজনের কাছ থেকে যত অর্থ গ্রহণ করা হয়, ততসংখ্যক মানুষকে চাকরি প্রদান করা সম্ভব হয়নি। এজন্য গৃহীত অর্থ চেকের মাধ্যমে ফেরত দেয়াকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয় এখন খামখেয়ালিপনা ও মৌলবাদের শিকার এক বদ্ধ জলাশয়। অধ্যাপক ফারুকীর উপাচার্য হিসাবে যোগদানের পর প্রথম সিন্ডিকেটে অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দফতরে কর্মরত ৩১ কর্মচারীকে নিয়োগপত্র না দিয়ে তাদের পরিবারকে এক অনিশ্চিত গন্তব্যের দিকে ঠেলে দেন।

(৩ পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

রাবির দুই উপাচার্যের

(১২-এর পাতার পর)

শ্বেতপত্রে বলা হয়, উপাচার্য প্রফেসর আলতাফ হোসেন জালিয়াতির মাধ্যমে আইন ও বিচার বিভাগের শিক্ষক পদে নির্বাচনী বোর্ডের সুপারিশের অতিরিক্ত আরও এক শিবির ক্যাডারকে ন্যক্কারজনকভাবে নিয়োগ দিয়েছেন। বর্তমান উপাচার্য তাঁর কন্যা, জামাতা, কন্যার ননদ এবং অন্যান্য ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, জ্ঞাতীগোষ্ঠী এবং নিজ এলাকার পছন্দের লোকদের চাকরি দিয়ে স্বজনপ্রীতির অতীত রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। এসব অনিয়ম-দুর্নীতিসহ তাঁর আমলে সংঘটিত ঘটনার দায়িত্ব তিনি এড়াতে পারেন না। এছাড়া বিভিন্ন একাডেমিক দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতা, আর্থিক দুর্নীতি ও অনিয়ম, প্রশাসনিক দুর্নীতি এবং শিক্ষক হত্যাকাণ্ড ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে নির্লিপ্ততা ও মদদ দিয়ে উপাচার্য তাঁর পদে আসীন থাকার নৈতিক যোগ্যতা হারিয়েছেন। তাঁর (উপাচার্য) স্বেচ্ছায় সরে যাওয়া উচিত এবং একই কারণে সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ফাইসুল ইসলাম ফারুকী ও উপ-উপাচার্য প্রফেসর শাহাদত হোসেন মণ্ডলের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া উচিত বলে উল্লেখ করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনূসের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর রাবি প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজ ভর্তি পরীক্ষা পিছিয়ে দেবার জন্য উপাচার্য ফারুকীকে অনুরোধ জানান। কিন্তু উপাচার্য অনুরোধ রক্ষা না করে অধ্যাপক ইউনূসের রক্তের ওপর পা রেখে বিপুলসংখ্যক শিক্ষককে বাইরে রেখে শুধু দলীয় শিক্ষকদের দিয়ে ভর্তি পরীক্ষা শুরু করেন। একইভাবে বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক আলতাফ হোসেন ড. তাহের হত্যাকাণ্ডের পর তাঁর (তাহের আহমদ) রক্তের ওপর পা রেখে শিক্ষক, কর্মকর্তা পদে গণনিয়োগ অব্যাহত রেখে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে স্বাভাবিক দেখানোর অপপ্রয়াস চালিয়েছেন।

প্রয়োজনীয় হাজিরা না থাকা সত্ত্বেও ফরম ফিলাপের অনুমতি দিয়ে খুনে অভিযুক্ত সালেহীকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। এভাবে উপাচার্য পরোক্ষভাবে সন্ত্রাসকেই উৎসাহিত করেছেন বলে শ্বেতপত্রে বলা হয়।

২০০৪ সালে তাপসী রাবেয়া হলে বহিরাগত সন্ত্রাসী প্রবেশের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ৩০ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরের ছাত্রীরা বিক্ষোভ করে। এ বিক্ষোভ চলাকালে তৎকালীন প্রক্টর অধ্যাপক নূরুল আবসারের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী ছাত্রীদের ওপর হামলে পড়ে। এতে অনেক ছাত্রী গুরুতর আহত হয়। বিগত পাঁচ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলগুলোতে চুরি যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে অসংখ্যবার। ২০০৪ সালে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে কেন্দ্রীয় অডিটরিয়ামে অনুশীলন নাট্যদলের নাটক শুরু হলে দু'জন বিদেশী অতিথির সামনে চারুকলার ছাত্র ও জাসাস নেতা কাজলের নেতৃত্বে আক্রমণ চালিয়ে তাণ্ডব সৃষ্টি করা হয় এবং আসবাবপত্র ও কাগজপত্র পুড়িয়ে দিয়ে নাটক পণ্ড করা হয়। কর্তৃপক্ষ এ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। বিগত বছরগুলোতে অধিকাংশ হলে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ছাত্ররা হলে অবস্থান করতে পারেনি। ছাত্র শিবিরের চাঁদাবাজি, সিট দখল ও হুমকির কারণে তারা হল ছাড়তে বাধ্য হয়।

শ্বেতপত্রে আরও বলা হয়, বিগত পাঁচ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন স্বনামধন্য অধ্যাপক এ সময়ে সন্ত্রাসীদের হাতে খুন হন। এরমধ্যে অন্যতম ছিলেন অর্থনীতি বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনূস। ২০০৪ সালের ২৪ ডিসেম্বর ফজরের নামাজের পর প্রাতর্ভ্রমণের সময়ে মৌলবাদী সন্ত্রাসীরা তাঁকে হত্যা করে। গত ১ ফেব্রুয়ারি হত্যা করা হয় ড. তাহেরকে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল সেন্টারের চীফ মেডিক্যাল অফিসার মীর্জা ওয়াজেদ হোসেন বেগসহ অন্য একজন অতিরিক্ত প্রধান চিকিৎসককে উপাচার্য অধ্যাপক ফারুকী দীর্ঘদিন যাবত সাসপেন্ড করে রাখেন। উপাচার্য আলতাফ হোসেন কোন নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে উদ্দেশ্যমূলকভাবে সরকারী দলের ক্যাডারদের পরীক্ষায় সুযোগ করে দেবার জন্য বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের অর্ডিন্যান্স পরিবর্তন করেন। বর্তমান উপাচার্যের একাডেমিক দুর্নীতির আলোচিত ঘটনা হলো— আইন ও বিচার বিভাগের শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ জালিয়াতি। এ বিভাগের শিক্ষক নিয়োগের সিলেকশন কমিটি ৬ টি বিজ্ঞাপিত পদের বিপরীতে ৬ প্রার্থীর নাম সুপারিশ করে। উপাচার্য এই ৬ জনের নামের সঙ্গে আরও একটি নাম বসিয়ে দিয়ে ৭ জনের নাম সিন্ডিকেটে পেশ করেন। প্ল্যানিং কমিটির সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করে ফিশারিজ, মার্কেটিং, ইসলামের ইতিহাস, রসায়নসহ বিভিন্ন বিভাগে বিজ্ঞাপিত পদের চেয়ে বেশি শিক্ষক নেয়া হয়েছে। বর্তমান উপাচার্যের সময়ে বিজ্ঞাপনের শর্ত পূরণ না করা সত্ত্বেও ফোকলোর বিভাগে একজন অধ্যাপক ও চারুকলা বিভাগে একজন প্রভাষক নিয়োগ করা হয়েছে। ফোকলোর বিভাগে একটি অধ্যাপকের পদ বিজ্ঞাপিত করে দলীয় বিবেচনায় দু'জনকে সিলেকশন দেয়া হয়।

অধ্যাপক ফারুকীর সময় থেকে আজ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের